কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 14 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

## কর্মবিরতিতে অচল ৩৭ বিশ্ববিদ্যালয়

# আশ্বাস পাননি শিক্ষকরা

**নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷**

▶ আন্দোলন জটিল পর্যায়ে চলে গেছে : শিক্ষামন্ত্রী

▶ সরকার চাইলে পাঁচ মিনিটেই সমাধান সম্ভব : ফেডারেশন সভাপতি

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে পদমর্যাদা অবনমন ও বেতনবৈষম্য নিরসনের দাবিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি তৃতীয় দিনে গড়িয়েছে। তবে এখনো দাবি পূরণের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো আশ্বাস পাননি শিক্ষকরা। গত মঙ্গলবার বিকেলে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় শিক্ষকরা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরলেও সে ব্যাপারে এখনো কোনো সাড়া মেলেনি। এখন শিক্ষকরা তাকিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের দিকে। শিক্ষক নেতারা বলছেন, কেবল প্রধানমন্ত্রীই এই অচলাবস্থা নিরসন করতে পারেন।

শিক্ষকদের টানা কর্মবিরতিতে অচল হয়ে পড়েছে দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস হয়নি। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল একেবারেই কম। পরিবহনব্যবস্থা চালু থাকলেও বাসের আসনগুলো ফাঁকাই ছিল। তবে বিভিন্ন বিভাগের কোর্স ফাইনাল ও সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা কিছুই হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল আগুলিয়ায়

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

## আশ্বাস পাননি শিক্ষকরা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেন, 'শিক্ষকদের আন্দোলনের বিষয়টি জটিল পর্যায়ে চলে গেছে। তবে সরকার ও শিক্ষক উভয় পক্ষেই আন্তরিক আলোচনা চলছে। সবার জন্য সম্মানজনক সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। কবে সমাধান হবে এর দিনক্ষণ বলা যাবে না, তবে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।'

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, 'সরকার চাইলে পাঁচ মিনিটেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছি না। সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের কেউ এখনো আমাদের সঙ্গে কথা বলেননি। আমরা আলোচনার জন্য বসতে রাজি। কিন্তু অন্যপক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে। এই আন্দোলন আমাদের মর্যাদার। আমরা প্রধানমন্ত্রীর ডাকের অপেক্ষায় আছি, তিনি কখন ডাকবেন। শিক্ষামন্ত্রীও সমস্যা সমাধানে আন্তরিক। কিন্তু সমাধান অর্থ মন্ত্রণালয়ের হাতে। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্মানজনক সমাধান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন এবং আলোচনা একসঙ্গে চলবে।'

ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, 'আমরা শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের ক্ষতি করতে চাই না। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় সমস্যা সমাধানে এগিয়ে না এলে, শিক্ষার্থীরা ক্ষতির মুখে পড়বে আর এর দায় নিতে হবে অর্থমন্ত্রীকে। তবে প্রধানমন্ত্রী এখানে হস্তক্ষেপ করলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও সময় পাচ্ছি না। তাঁর সঙ্গে কথা বললেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কর্মবিরতির কর্মসূচিকে দাবি আদায়ের যথাযথ পন্থা হিসেবে না দেখলেও শিক্ষকদের অমর্যাদাও চায় না তারা। তারা বলছে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হোক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আবদুস সালাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন করে আন্দোলন করছেন, এটা কোনোমতেই উচিত নয়। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকদের অমর্যাদাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শিক্ষকরা জাতি গড়ার কারিগর।' ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি লিটন নন্দী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষকদের অমর্যাদা করে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষকদের দাবি মেনে নিয়ে তাঁদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে নিতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো দিতে হবে।'

প্রায় ৯ মাস আগে অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোর প্রস্তাব আসার পরই পদমর্যাদার অবনমন ও গ্রেডবৈষম্য নিরসনের দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষকরা। দীর্ঘদিন চার দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করলেও শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে, সরকার তাঁদের দুটি দাবি মানলেই অচলাবস্থার নিরসন হতে পারে। গত মঙ্গলবারও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় দুটি দাবি তুলে ধরেন শিক্ষক নেতারা। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে—মোট সচিবদের মধ্য থেকে যে হারে সিনিয়র সচিব করা হয়েছে অধ্যাপকদের মধ্য থেকেও সেই একই হারে সিনিয়র অধ্যাপক করতে হবে। উভয়ের মর্যাদা ও সুবিধা সমান করতে হবে। দ্বিতীয় দাবি হলো—অন্য শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সপ্তম জাতীয় বেতন স্কেলের মতো সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল বহাল রাখা সম্ভব না হলে অন্য কোনো উপায়ে একই মর্যাদা ও সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। যাতে শিক্ষকরা আগের মতোই গ্রেড-১ এ যেতে পারেন।